সাইয়িদ হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহ.

ভারত উপমহাদেশে
ইংরেজদের লুটপাট ও

রেশমি রুমাল আন্দোলন

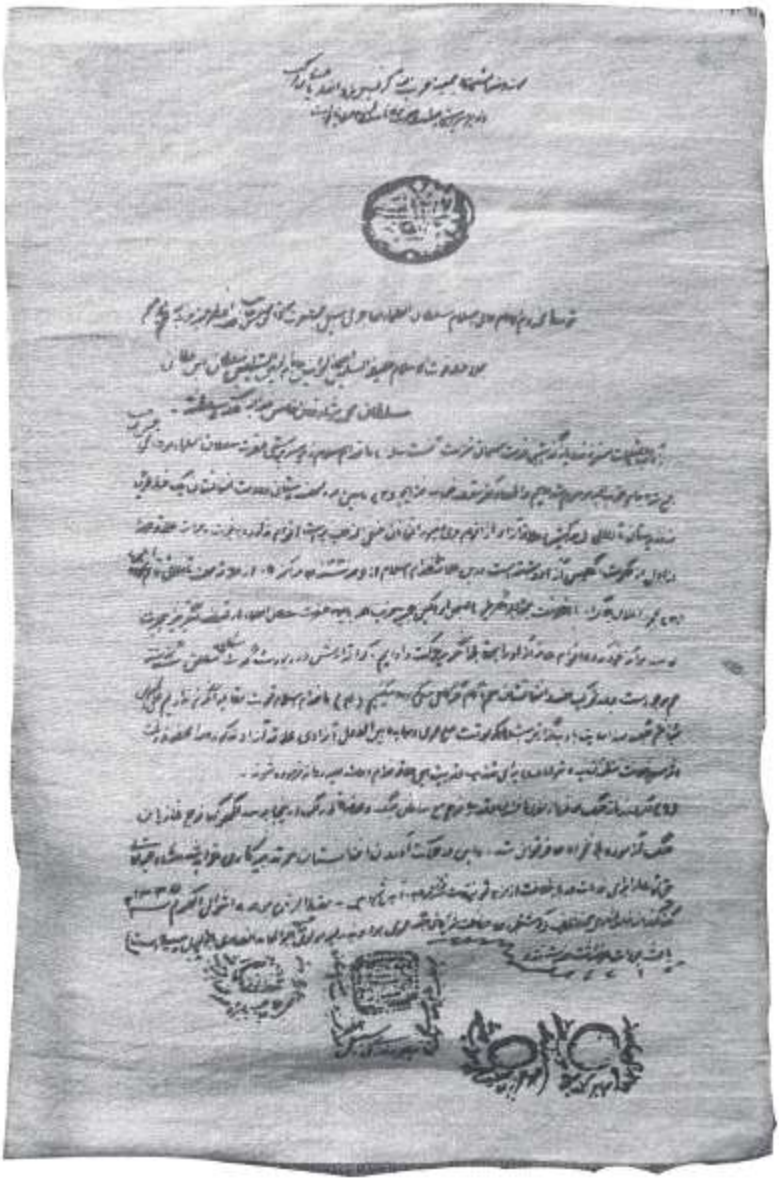

ঐতিহাসিক রেশমি রুমাল

ভারত উপমহাদেশে ইংরেজদের লুটপাট ও

রেশমি রুমাল আন্দোলন

সাইয়িদ মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি রাহ.

সংকলক : মাওলানা আবদুর রাহমান রাহ.

অনুবাদক : আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

তৃতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০২৩
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৭

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৩০০, US $ 13, UK £ 10

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96712-2-0

Rashmi Rumal Andulon
by **Syed Hussain Ahmad Madani**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

ইতিহাস কথা বলে; কিন্তু সমাজে ইতিহাসের কিছু দুর্নাম থাকায় বোধহয় মানুষ ইতিহাস জানতে অনাগ্রহী। ইতিহাসের দুর্নাম—সে নিষ্ঠুর-নির্দয়; কাউকে ক্ষমা করে না। কারও মুখ চেয়ে কথা বলে না। সত্যপ্রকাশে শত্রু-মিত্রের ভেদাভেদ করে না। নিরেট বাস্তবতা—যে জাতি ইতিহাসের কথায় কান দেয় না, তারা গড়াগড়ি খায় আত্মবিস্মৃতির ড্রেইনে। ভবিষ্যতের অজানা পথে হাঁটতে গিয়ে পথ হারিয়ে দিশেহারা হয়ে বেড়ায় বনবাদাড়ে। বেদনাদায়ক বাস্তবতা—এ ক্ষেত্রে আমাদের দেওবন্দ অনুসারীরা বলতে গেলে প্রথম সারিতে।

ভারত উপমহাদেশ ব্রিটিশের হাতে যাওয়ার আগে শাসকশ্রেণিকে সাবধান করা, পরে পরাধীন উপমহাদেশকে 'দারুল হারব' ঘোষণা এবং রক্ত দিয়ে দেশকে আজাদির দ্বারপ্রান্তেও পৌঁছান আমাদের পূর্বসূরিরা; কিন্তু নির্মম বাস্তবতা হলো, আমাদের সেই গৌরবগাথা ইতিহাস আমাদের অজানা। ফলে আজ আমাদের অর্জন দিয়ে চেতনার ব্যবসা করে যাচ্ছে চেতনার ফেরিওয়ালারা।

ইতিহাস হচ্ছে দ্বিমুখী আয়না—এক পিঠে দেখা যায় গৌরব কিংবা বেদনার অতীত; অপর পিঠে দেখা যায় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মহাসড়ক। *রেশমি রুমাল আন্দোলন* আমাদের পূর্বসূরিদের তেমনই এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস; অথচ আমাদের অধিকাংশ লোক বোধহয় জানি না সেই ইতিহাস।

প্রসঙ্গত আরেকটা তিক্ত বাস্তবতা—দরদি কোনো মালীর সংস্পর্শ না পাওয়া আর অবহেলায় হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের অমিত সম্ভাবনাময়ী কিছু প্রতিভা। দিকনির্দেশনা পাচ্ছে না এগিয়ে যাওয়ার। *রেশমি রুমাল আন্দোলনের* অনুবাদক মাওলানা আবদুর রশীদ তারাপাশীকে আমি তেমনই এক প্রতিভা মনে করি। প্রচারবিমুখ এ লেখক প্রায় হারিয়েই যান। সৌভাগ্যক্রমে তিনি ফেসবুকে আসায় তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয়। ইতিপূর্বে আমরা তাঁর অনূদিত ও মৌলিক বেশ কটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছি, যেগুলো ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। দেশের অন্যান্য প্রকাশনী থেকেও তাঁর আরও কিছু গ্রন্থ বেরিয়েছে, পাঠকপ্রিয় হয়ে উঠেছে সেগুলোও।

অনুবাদকের অনুবাদ সম্পর্কে কেবল এটুকুই বলব, *রেশমি রুমাল আন্দোলন* তাঁর প্রথম

প্রকাশিত অনুবাদগ্রন্থ হলেও এতে রয়েছে দক্ষতার অনিন্দ্য ছাপ। ঐতিহাসিক তথ্যের একঘেয়েমি উপস্থাপনার পরও আপনাকে সামনে টানবে তাঁর ভাষার নান্দনিকতা ও লালিত্য। গ্রন্থটি পাঠ করতে করতে মনে হবে অনবদ্য এক ইতিহাসের সঙ্গে স্বাদ নিচ্ছেন সাহিত্যের।

বইটির তৃতীয় সংস্করণ আপনাদের হাতে। এই সংস্করণে কিছু বানান সংশোধন করা হয়েছে। ভাষায়ও টুকটাক কাজ করা হয়েছে। কিছু তথ্য সংশোধন করা হয়েছে। আর এসব ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় লেগেছে যেহেতু মূল বইয়ের কোনো কপি আমাদের কাছে নেই। কোনোভাবে সংগ্রহ করাও সম্ভব হয়নি। কারণ, মূল বইটি বলতে গেলে হারিয়ে গেছে। এমনকি পিডিএফও পাওয়া যায়নি। এরপরও কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। কোনো ভুল আপনাদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবগত করার অনুরোধ থাকল; সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এই সংস্করণের কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন ইলিয়াস মশহুদ ও মুতিউল মুরসালিন। এ ছাড়া পাঠকের দৃষ্টিতে পুরো বইটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে কিছু সংশোধনী দিয়েছেন আলমগীর হুসাইন মানিক। সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বইটি নতুনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে। মোট তিনটি অধ্যায় এবং প্রতিটি অধ্যায়ের অধীনে একাধিক পরিচ্ছেদ দিয়ে সাজানো হয়েছে। শিরোনাম-উপশিরোনামও বিন্যাস করা হয়েছে।

আমাদের ইতিহাস-বিমুখ জাতি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে যাক। অমূল্য গ্রন্থটি পাঠে আগামী দিনের বিপ্লবীরা তাঁদের সঠিক কর্মপন্থা নিরূপণ করতে পারুক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে প্রার্থনা কেবল এটুকুই।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী

অনুবাদকের কথা

সময়টা সম্ভবত ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ। শিক্ষকতার তৃতীয় বছর চলছিল হয়তো। এক শীতার্ত বিকেলে একজন সহকর্মী ডাকেন তাঁর কক্ষে। গিয়ে দেখি ভাঙা একটি ট্রাংক খুলে পুরানো কিছু গ্রন্থ গোছাচ্ছেন তিনি। সেগুলো এতই পুরাতন—অনেকটা আগুনে পোড়া। তিনি বলেন, এগুলো তাঁর আব্বার। পাকিস্তানে লেখাপড়াকালে এগুলো সংগ্রহ করেছেন। ঘরে একবার আগুন লাগায় গ্রন্থগুলোও পুড়ে গেছে প্রায়।

আমিও গ্রন্থের স্তূপে হাত দিয়ে দেখি বেশির ভাগই জ্বলে অকেজো হয়ে গেছে। মোটামুটি অক্ষতগুলো আমরা আলাদা করি। সেই পুড়ে যাওয়া গ্রন্থের মধ্যেই খুঁজে পাই *তাহরিকে রেশমি রুমাল* নামের অমূল্য এই গ্রন্থ। আগুনের তাপে পাতার রং পালটে গেলেও লেখা ছিল সম্পূর্ণ অক্ষত ও পরিষ্কার। সেলাইয়ের দিকে পুড়ে যাওয়ায় ধরতেই পাতাগুলো ঘরের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

তাঁর থেকে এটি আমি চেয়ে নিই। বিক্ষিপ্ত পাতাগুলোর নম্বর মিলিয়ে দেখি আলহামদুলিল্লাহ পুরো গ্রন্থই আছে—কোনো লেখা পোড়েনি। পরে কয়েক ভাগ করে স্ট্যাপলার পিনের মাধ্যমে আটকে নিই। কিছু অংশ পাঠের পর অভিভূত হয়ে কোনো ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই অনুবাদ শুরু করি। গ্রন্থাকারে এটিই নিজের প্রথম অনুবাদ।

বর্তমানে অনূদিত খাতাটি সংরক্ষিত থাকলেও ক্ষয়ে যাওয়া সেই পাতাগুলোর সংরক্ষণ সম্ভব হয়নি। পুড়ে যাওয়া সেই পাতাগুলোর কিছুটা আছে, কিছুটা নষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহর শুকরিয়া যে, তাঁর পরম দয়ায় অমূল্য এ দলিলটি ছন্নছাড়াভাবে হারিয়ে যাওয়ার আগেই অনুবাদ করতে পেরেছি।

কৃতজ্ঞতা কালান্তর প্রকাশনীর প্রকাশক আবুল কালাম আজাদের। একদিন কথাপ্রসঙ্গে গ্রন্থটির কথা উঠলে তিনি চেপে ধরেন এটি তাঁকে দিয়ে দিতে। তাঁর সেই আগ্রহেই বাংলা ভাষায় আলোর মুখ দেখেছে আমাদের গৌরবময় এ ইতিহাস। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, আমাদের সেই বিপ্লবী পূর্বসূরিদের কবরগুলো রহমতের বৃষ্টিতে শীতল করে দিন।

আবদুর রশীদ তারাপাশী
২০ নভেম্বর ২০১৭

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১৩

এক : আজাদির প্রথম বিপ্লব ১৩
দুই : দ্বিতীয় বিপ্লব ১৪

প্রথম অধ্যায়

রেশমি রুমালের পটভূমি : ব্রিটিশদের নির্যাতন ও লুটতরাজ # ১৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্রিটিশদের নির্যাতন-নিপীড়ন # ১৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক নিপীড়ন # ২২

এক : ইংরেজদের বয়ানে নির্যাতন-নিপীড়নের করুণ দৃশ্য ২৫
দুই : ইংরেজদের ধোঁকা ও কূটচাল ৩৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন # ৪৪

এক : হিন্দুস্থানিদের সংস্কৃতিবিমুখ বানানোর ব্রিটিশ পাঁয়তারা ৪৪
দুই : মুসলিম বাদশাহদের রাষ্ট্রনীতি ৪৫
তিন : ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ৪৬
চার : শিক্ষার উত্থান-পতন ৫৫
পাঁচ : ব্রিটিশরা শিক্ষাব্যবস্থাকে তাদের স্থায়িত্বের মাধ্যম বানিয়েছিল ৫৭
ছয় : শিক্ষার আড়ালে হিন্দুস্থানিদের বিচ্ছিন্ন করা ৫৭
সাত : সারসংক্ষেপ ৬০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক আগ্রাসন # ৬১

এক : হিন্দুস্থানের অতীত অর্থনীতি ৬১
দুই : ব্রিটিশ-ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থার খণ্ডচিত্র ৬৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইংরেজদের লুটতরাজের দাস্তান # ৭১

এক : ইংরেজদের ত্রিকালব্যাপী লুটপাট ৭১
দুই : কোম্পানির লুটতরাজের প্রথম কাল ৭১
তিন : লুটতরাজের দ্বিতীয় কাল ৭২
চার : লুটতরাজের তৃতীয় কাল ৭৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

আন্দোলনে বিশ্ববাসীর সমর্থন আদায়ের নানামুখী প্রয়াস এবং বিপ্লব-প্রচেষ্টা # ৯০

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিশ্ববাসীর নৈতিক সমর্থন আদায়ের প্রয়াস # ৯১

এক : বিশ্ববাসীর সমর্থন আদায়ে মিশনারি প্রক্রিয়া ৯১
দুই : চীনা এবং বার্মিজ মিশন ৯১
তিন : জাপানি মিশন ৯৪
চার : ফরাসি মিশন ৯৫
পাঁচ : আমেরিকান মিশন ৯৫
ছয় : যুদ্ধের মানচিত্র তৈরি, গুপ্তচরবৃত্তি, শত্রুর সেনাছাউনিতে সমর্থক সৃষ্টি ৯৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিপ্লব ছড়ানো ও বাস্তবায়নের চেষ্টা-সংগ্রাম # ১০৪

এক : বিকল্প সরকারের সংক্ষিপ্ত চিত্র ১০৪
দুই : দেশের অভ্যন্তরে বিদ্রোহের ঘাঁটি স্থাপন ১০৫
তিন : বহির্বিশ্বে সাহায্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ১১১
চার : বহির্বিশ্বকে তুর্কির সাহায্যকারী বানানোর প্রয়াস ১১২

পাঁচ : আক্রমণের রাস্তা নিরূপণ ও এর নিরাপত্তা মজবুতকরণ ১১৪
ছয় : দেশের অভ্যন্তরে কয়েকটি ফ্রন্টে বিদ্রোহ করা ১১৬

তৃতীয় অধ্যায়

রেশমি রুমালের ইতিহাস, ব্যর্থতার কারণ ও মাওলানা সিন্ধির ডায়েরির ওপর পর্যালোচনা # ১১৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

রেশমি রুমালের কেন্দ্রীয় ঘটনা # ১১৯

এক : কেন্দ্রীয় ঘটনা ১১৯
দুই : দ্বিধাহীন সিদ্ধান্ত ১২০
তিন : গালিবনামা ১২৩
চার : গালিবের সঙ্গে চুক্তিপত্র ১২৪
পাঁচ : আনোয়ারনামা ১২৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রেশমি রুমালের পরিণতি ও তার কারণ # ১২৯

এক : যেভাবে ধরা পড়ে রেশমি রুমাল ১২৯
দুই : রেশমি রুমালের পর ১৩২
তিন : ভারতীয় মিশনের পরাজয় ও তথ্যের অভাব ১৩৪
চার : মুসলিমদের হীনম্মন্যতা এবং হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব ১৩৫
পাঁচ : আন্দোলনের ব্যবস্থাপনা ১৩৫
ছয় : মিশনের ব্যর্থতা এবং আফগানশাহির বিশ্বাসঘাতকতা ১৩৭
সাত : রাশিয়ান মিশন এবং হিন্দুত্ববাদী মানসিকতার উদাহরণ ১৩৭
আট : সাংগঠনিক বরকত থেকে মুসলিমদের বঞ্চিতি ১৩৮
নয় : অর্থনৈতিক শক্তির গুরুত্ব ১৩৯
দশ : হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার একটি উদাহরণ ১৪১
এগারো : হিন্দুস্থানি যুবকদের কর্মপরাকাষ্ঠা ১৪১
বারো : রুশ মিশনের পরিণতি ১৪২
তেরো : ব্রিটিশের ধোঁকাবাজির নমুনা ১৪৩
চৌদ্দ : জাপানি ও ইসতাম্বুলি মিশন ১৪৪
পনেরো : মিশন দুটির পরিণতি ১৪৫

ষোলো : কাবুলস্থ কেন্দ্রীয় নেতাদের অবস্থা ১৪৫
সতেরো : রেশমি রুমালের সংক্ষিপ্ত পরিণতি ১৪৬
আঠারো : মৌলবি সাইফুর রাহমানের দুর্বলতা অথবা বিশ্বাসঘাতকতা ১৪৭
উনিশ : একটি অতি-গোপন চিঠির ব্যাপারে তাঁর গোয়েন্দাগিরি ১৪৮
বিশ : হাবিবুল্লাহর হত্যা এবং আমাদের বিপদের সমাপ্তি ১৪৮
একুশ : আমানুল্লাহ খানের যুগ ও আমরা ১৪৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধির ব্যক্তিগত ডায়েরির ওপর পর্যালোচনা # ১৫০

এক : রেশমি রুমাল আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার কারণ ১৫০
দুই : ব্যর্থতার কারণসমূহের ওপর অনুসন্ধানী দৃষ্টি ১৫৮
তিন : পরাজয়ের কারণসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ১৫৯

ভূমিকা

এক. আজাদির প্রথম বিপ্লব

আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে এ উপমহাদেশের সব আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও প্রশাসনের সংস্কার সাধন; কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দী শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই আমূল পালটে যায় উপমহাদেশীয় রাজনীতির চিত্রপট। ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে বেনিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেশের বেশির ভাগ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করে তাদের প্রভুত্ব। মাদ্রাজ, বাঙাল, মিসৌর, দাক্ষিণাত্য, বোম্বাই, রোহিলাখণ্ডসহ উত্তর-প্রদেশের মতো প্রদেশগুলোর কর্তৃত্ব নিয়ে নেয় তারা। পরে কোম্পানির প্রতিনিধিদল দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে এই মর্মে প্রহসনমূলক এক ফরমান লিখিয়ে দেশে প্রচার করে—'আজ থেকে সৃষ্টি স্রষ্টার, দেশ বাদশাহর এবং প্রশাসন কোম্পানি বাহাদুরের!'

ফরমানটি জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারসহ সিন্ধুর প্রশাসন কোম্পানির মোকাবিলায় অসহায় হয়ে পড়ে। যদিও কাশমির আর পাঞ্জাবের শাসনক্ষমতা তখনো এ দেশের সন্তান রাজা রনজিত সিংহের কর্তৃত্বেই ছিল; কিন্তু সে আগেই আঁতাত করে বনে যায় কোম্পানির আস্থাভাজন। কেন্দ্রীয় সরকারের অগোচরেই তার ও কোম্পানির মধ্যে হয় সমঝোতাচুক্তি। সেই যুগসন্ধিক্ষণে ওয়ালিউল্লাহ খান্দানের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ, শামসুল উলামা মাওলানা আবদুল আজিজ রাহ. তাঁর মুষ্টিমেয় সঙ্গী-সাথি, মুরিদসহ আন্তঃদেশীয়-আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের ওপর সুগভীর চিন্তাভাবনা করে আজাদির প্রথম বিপ্লবের সূচনা করেন। বিপ্লবের চমৎকার একটি নকশা আঁকেন তাঁরা—সীমান্তপ্রদেশ হবে রণক্ষেত্র; আর কোয়েটা, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের পথ হয়ে দেশের অভ্যন্তর থেকে পৌঁছবে রসদ ও সেনাসাহায্য। তাঁরা দেখেন, দেশের ভেতর থেকে জিহাদ পরিচালনার পর্যাপ্ত সুযোগ যেমন দুর্বল, তেমনি আপৎকালে বাইরের মিত্রদের সহযোগিতা অর্জনও হবে অনেকটা

দুষ্কর। রণফ্রন্ট নির্ধারণের পরপরই তাঁরা আফগান সরকার ও দুররানি গোত্রদের কাছে অর্থ ও সেনাসাহায্য চান। পাশাপাশি হিন্দুস্থানকে 'দারুল হারব' হিসেবে ফাতওয়া দিয়ে তাঁর সঙ্গী-সাথিদের জিহাদের দাওয়াত দিতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন।

মুসলিম উম্মাহর দুর্ভাগ্য, বিপ্লবের সূচনাকালেই দেশবাসীকে ইয়াতিম বানিয়ে তিনি চলে যান আল্লাহর কাছে। তবে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে প্রিয় শাগরিদ, শতাব্দীর বিস্ময়, খলিফাতুল মুসলিমিন সাইয়িদ আহমাদ শহিদকে স্থলাভিষিক্ত করে যান। আহমাদ শহিদ তাঁর তীক্ষ্ণ মেধাবলে বিপ্লবকে করে তুলেন সুশৃঙ্খল ও সুসংহত। তাঁর ইচ্ছা ছিল, আগে রাস্তা থেকে শিখ-শাসনের জঞ্জালটা অপসারণ করে পুরো হিন্দুস্থানে বেনিয়া দুঃশাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, মুসলিম নামধারী কতিপয় গাদ্দারের বিশ্বাসঘাতকতা আর কোম্পানির ষড়যন্ত্রে স্বাধীনতা-সংগ্রামের এ বিপ্লব উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে বালাকোটের প্রান্তরে শিখদের হাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিপ্লবীদের নেতা আহমাদ শহিদ ও তাঁর ডান বাহু প্রধানমন্ত্রী শাহ ইসমাইল রাহ.-সহ আজাদির অনেক বরপুত্র জিহাদ করতে করতে শাহাদাতের পেয়ালায় উপুড় হয়ে পড়েন। এটিই ছিল আজাদির লক্ষ্যে পরিচালিত প্রথম বিপ্লব।

বালাকোটের বালুকে রঞ্জিত করা রক্তবিন্দুগুলোই ছিল মুক্তিযুদ্ধে উৎসর্গিত প্রথম রক্তবিন্দু। তবে এ কথা দিবালোকের মতো সত্য যে, ন্যায় ও ধর্মে যে বিপ্লবের ভিত্তি, তা অসুরশক্তির মোকাবিলায় ক্ষণিকের জন্য চাপা পড়লেও নিঃশেষ হয় না। বালাকোট প্রান্তরের এ রক্তঝরা বিপ্লবও সাময়িকভাবে চাপা পড়ে। তবে বিপ্লবের এই ছাইচাপা আগুন তুষানলের মতো ধিকিধিকি জ্বলছিল। পরে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বিধ্বংসী শিখা মেলে হিন্দুস্থানব্যাপী দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে।

সত্যি বলতে কী, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহান বিপ্লব মূলত বালাকোট বিপ্লবের দ্বিতীয় আত্মপ্রকাশ ছাড়া কিছু ছিল না। আরও সহজ করে বললে স্বাধীনতার আগমুহূর্ত পর্যন্ত পরিচালিত সব বিপ্লব-আন্দোলন ছিল সেই একই শেকলের ভিন্ন ভিন্ন কড়াসদৃশ; আর সব মিলে হয় স্বাধীনতার মজবুত একটি শেকল। প্রথম বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত আলোচনার ইতি টেনে দ্বিতীয় বিপ্লব সম্পর্কে দুটি কথা বলতে চাই।

দুই. দ্বিতীয় বিপ্লব

ব্রিটিশের শাসনামলে (১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) বিপ্লবের ইতিহাস লেখা ছিল দণ্ডনীয় অপরাধ। এমনকি পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদদের লেখায় ছিটেফোঁটা যে দুয়েকটা সত্য এসেছিল, সেগুলো প্রকাশেও ছিল না অনুমতি। অতএব, এ দাবি খুব একটা অযথার্থ হবে না

যে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহান বিপ্লবের নিগূঢ় অনেক সত্য আজও ইতিহাসের ভাঁজে ভাঁজে অনুদ্ধার পড়ে আছে। এখন যদিও দেশ স্বাধীন, ইতিহাসবিদদের কলমও সম্পূর্ণ আজাদ; তথাপি কাল-পরিক্রমা ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র আর প্রমাণপুঞ্জি মানুষের স্মৃতিপট থেকে বিস্মৃতির ডাস্টার দিয়ে মুছে ফেলেছে। তাই বর্তমানের ইতিহাস-লেখকদের কাছে সত্যের নাগাল পাওয়ার একটিমাত্র পথ রয়েছে; সেটি হচ্ছে—এখনো এ ব্যাপারে যে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত-ইশারা আছে, ওইগুলোর ওপর গবেষণা করে সংক্ষেপের ব্যাখ্যা তলব করা এবং বাস্তবের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। অবশ্য ইতিহাসবিদরা এ ব্যাপারে তাঁদের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। তাঁরা পুরানো লিটারেচার আর পোকায় খাওয়া ফাইল ঘেঁটে ঘটনাবলির ওপর যথাসাধ্য আলোকপাতের প্রয়াস পাচ্ছেন। তবে আজ অবধি বিপ্লবের যে দিকটি জনসমক্ষে আসেনি—একটা সুশৃঙ্খল, সুবিশাল ও বিন্যস্ত বিপ্লব কন্যাকুমারিকার চূড়া থেকে খায়বার গিরিপথ পর্যন্ত বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে যায়; বিশাল এ ভূখণ্ডের এমন কোনো অজপাড়াগাঁ বিপ্লবের আওতার বাইরে না থাকা; সর্বোপরি প্রশাসন, জনসাধারণ, সামরিক বিভাগ, এমনকি ব্রিটিশের তাবেদারসহ আজন্ম ভিক্ষুকশ্রেণির মধ্যে বিদ্রোহ ছড়ানোর পেছনে কারণটা কী ছিল? কার হাত এখানে সক্রিয় ছিল?

সর্বোপরি বিপ্লবীদের গোয়েন্দা-নেটওয়ার্ক আর সংবাদ আদানপ্রদানের গোপন ব্যবস্থা এতটাই মজবুত যে, ব্রিটিশদের কাঁধের কিরামান-কাতিবিন পর্যন্ত বিপ্লবের কথা ইঙ্গিতেও টের পায়নি। প্রত্যেক বিপ্লবী অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে সফলভাবে নিজ নিজ বার্তা অন্যকে পৌঁছে দিচ্ছে; অথচ ব্রিটিশরা টেরও পাচ্ছে না! বিশেষ করে সেই চা-পাতা বিক্রেতার ঘটনা, যে তার মিশন নিয়ে সীমান্তপ্রদেশ থেকে পাঞ্জাব, দাক্ষিণাত্য ও সিন্ধু হয়ে সুদূর বাংলা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেও ব্রিটিশরা তাঁকে বের করতে পারেনি। অনুরূপ সেই গজারোহী বৃদ্ধের কথা, যিনি আজাদির বার্তা নিয়ে সমগ্র হিন্দুস্থান চষে বেড়ালেও ব্রিটিশের কাছে জীবন্ত হেঁয়ালি হয়েই থাকেন। একইভাবে সেই অবলা বৃদ্ধার কথা, যিনি মুক্তির নেশায় উপমহাদেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটে তরুণদের মধ্যে জিহাদের আগুন ধরিয়ে দিয়ে শেষপর্যন্ত অন্তহীন ইচ্ছাশক্তিতে নিজে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেও ব্রিটিশ গোয়েন্দারা কিছুই করতে পারেনি। অনুরূপ দিল্লি ম্যাগাজিন-সংশ্লিষ্ট সেই সেনার কথা, ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের ভাষ্যমতে, যে হিন্দুস্থানের সবকটি সেনাছাউনিতে অহরহ বার্তা পাঠাতে থাকলেও সিআইডিরা ঘুণাক্ষরেও তা টের পায়নি। একইভাবে হাতেলেখা সেই বিজ্ঞাপনগুলোর কথা, যেগুলো দিল্লির দরজায় দরজায় সাঁটানোর পরও ব্রিটিশরা লোকটির সন্ধান বের করতে অপারগ থাকে। ইরানশাহির পক্ষ থেকে বিশেষ নির্দেশ-সংবলিত একটি বিজ্ঞাপন হিন্দুস্থানের

সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, ইংরেজদের শক্তিশালী গোয়েন্দাবিভাগ পাগলের মতো খুঁজে যা উদ্ধারে ব্যর্থ হয়।

এসবের পেছনে কার মাথা কাজ করছিল? কার সাংগঠনিক যোগ্যতায় এগুলো সম্ভব হচ্ছিল? সর্বোপরি বিস্ময়ের সেই ব্যাপারটি হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়—যারা ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভৃতি দিক দিয়ে কেবল ভিন্নই ছিল না; বরং ছিল একে অপরের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী; আর তাদের মধ্যকার এ দ্বন্দ্বকে উসকে দিতে গোড়াদের পক্ষ থেকে সম্ভব সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানোর পরও তারা শুধু যে প্রকাশ্যে একদেহ-দুই প্রাণের মতো হয়ে উঠছিল তা-ই নয়; বরং সামরিক বিভাগেও তারা ভাই ভাই হয়ে যায়। একত্রে আহার-বিহারে কোনোই কুণ্ঠাবোধ করছিল না। হিন্দুরা গরুর গোশত খেয়ে খুশি হয়; আর মুসলিমরা তাদের পূজাপার্বণে উপস্থিত হয়ে মজা লুটে। অথচ বাইরের কেউ এসে এমনটি করতে তাদের উৎসাহও জোগায়নি।

ইংরেজদের সেনাজীবন; সে-তো এক আলাদা পৃথিবী। সেখানে এমনটি করার কোনো অবকাশও ছিল না। তাহলে কে তাদের এভাবে একই প্লাটফর্মে এনে জড়ো করেছিল? কে এভাবে দেশের জন্য উৎসর্গিত হতে শেখাচ্ছিল? এগুলোই সেই অনুদ্‌ঘাটিত রহস্য, যা আজও ব্রিটিশের কাছে বিস্ময় হয়ে আছে। এগুলো তো সুস্পষ্টভাবে এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, অবশ্যই এর পেছনে মজবুত কোনো হাত এবং অগাধ মেধাসম্পন্ন কোনো মস্তিষ্ক কাজ করছিল; কিন্তু সেই হাতটি কার ছিল? আর সেই ধীমান ব্যক্তিই-বা কে ছিলেন? কে ছিলেন এই বিপুলায়তন বিপ্লবের সংগঠক? এটাই গুরুত্বপূর্ণ সেই প্রশ্ন, যা উদ্‌ঘাটন করতে আজ অবধি কোনো কলম এগিয়ে আসেনি।

আমরা অন্য কোনো গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাব এবং ইনশাআল্লাহ সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে এ কথা দেখিয়ে ছাড়ব যে, সেই হাত ও মেধার অধিকারী ছিলেন ওই সকল আলিম, যাঁদের সম্পর্ক শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবি ও সাইয়িদ আহমাদ শহিদের সঙ্গে। তা না হলে বলুন দেখি, ইলাহাবাদের গভর্নর মাওলানা বেলায়েত আলি, পাটনার গভর্নর মাওলানা ইয়াহইয়া, সেখানকার প্রধানমন্ত্রী মাওলানা আহমাদ আলি ও বেরেলির গভর্নর মাওলানা ফাজলে হক খায়রাবাদি রাহ.; সর্বোপরি হিন্দুস্থানের ভাইসরয় মাওলানা বখত বাহাদুর—তাঁরা কি আলিম ছিলেন না? বিপ্লবের সময়ও তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ এই পদসমূহে আসীন থেকে কী করছিলেন? ডক্টর উইলিয়াম উইলসন হান্টার তো বেকুব ছিলেন না যে, ছয় বছরব্যাপী অনুসন্ধান শেষে কোনো ভিত্তি ছাড়াই এ মর্মে রিপোর্ট লিখে ফেলবেন—'এই বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা আর পরিচালকরা ছিলেন ওয়াহাবি মোল্লা-মুনশির দল। এখনই এদের সমূলে উৎপাটন না করলে হিন্দুস্থানে এ অবস্থা লেগেই থাকবে!'

মোটকথা, ওয়ালিউল্লাহর রক্তের উত্তরাধিকারীরাই ছিলেন ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহান বিপ্লবের সংগঠক, যা আমাদেরই দুর্ভাগ্য আর পাঞ্জাবের কতিপয় মুসলিম গাদ্দারের গাদ্দারিতে শত্রুর চোখে পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু বাস্তবে বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটেনি; বরং উপমহাদেশের স্বাধীনতা কিছুদিনের জন্য পিছিয়ে পড়েছিল। অবশ্য এর ফলে হিন্দুস্থানের অভিজাতশ্রেণির বিলুপ্তি ঘটে। সম্পদ ও ক্ষমতা গণবিচ্ছিন্ন, সমাজধিকৃত ও নীচুপ্রকৃতির কিছু মানুষের হাতে চলে যায়।

স্যার টমাসের লেখা *তাজকিরায়ে রুয়াসায়ে পাঞ্জাব* পড়লে দেখতে পাবেন, আজ যারা আমাদের প্রশাসনের শীর্ষপদে আসীন, এরা সেই জঘন্য লোকগুলোর সন্তান, যারা ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশ ও জাতির সঙ্গে গাদ্দারি করে মুজাহিদদের কবরের ওপর নিজেদের জমিদারির ভিত্তি রাখে।

যাক, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব সম্পর্কে যা বলার ছিল, তা বলা হয়ে গেছে। চলুন, এবার আমরা আজাদির তৃতীয় বিপ্লব *রেশমি রুমাল আন্দোলন* প্রসঙ্গে আসি। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত এ বিপ্লবের বর্ণনা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। এ গ্রন্থে এটিই আমাদের আলোচ্য বিষয়। তবে আলোচনার স্বার্থে বিপ্লবকে আমরা কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করব। এসব অধ্যায়ে থাকবে বিপ্লবের কারণ সম্পর্কীয় আলোচনা, থাকবে বিস্তারিত ইতিহাস। এর মাঝেমধ্যে বিপ্লবের স্থপতিসহ কিছু নিবেদিতপ্রাণের আলোচনাও আসবে। শেষদিকে বিপ্লবটি ব্যর্থ হওয়ার কারণসমূহের দিক ইঙ্গিত করব; সেখানে দেশ ও জাতির কতিপয় গাদ্দারের নামও আসবে।

প্রথম অধ্যায়

রেশমি রুমালের পটভূমি
ব্রিটিশদের নির্যাতন ও লুটতরাজ

- ব্রিটিশদের নির্যাতন-নিপীড়ন
- রাজনৈতিক নিপীড়ন
- শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন
- অর্থনৈতিক আগ্রাসন
- ইংরেজদের লুটতরাজের দাস্তান

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্রিটিশদের নির্যাতন-নিপীড়ন

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ব্যর্থ বিপ্লবের পর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ প্রশাসন উপমহাদেশব্যাপী নির্যাতন-নিপীড়ন, হিংস্রতা ও বর্বরতার যে তাণ্ডব সৃষ্টি করে, নমরুদ আর ফিরআউনরা এসব দেখলে তারাও লজ্জায় কুঁকড়ে যেত। সবদিকে তখন হিন্দুস্থানি জনগণকে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলা হয়। ডাকাতি-লুটতরাজের মাধ্যমে তাদের দারিদ্রের গহীন কন্দরে ছুড়ে মারা হয়। অভিজাত সম্পদশালী ও খান্দানি লোক—যারা গতকালও হীরে-মতি নিয়ে মত্ত ছিলেন, পরদিন একমুঠো অন্নের জন্য তাদেরকেই রিক্তহস্তে মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ফিরতে দেখা যায়। হিন্দুস্থানের অন্যান্য শহরের কথা নাহয় বাদ দেওয়া যাক, মির্জা গালিবের ভাষায়—দিল্লি শহরকেই ডাকাত শিখরা সাত দিনব্যাপী লুটপাট করে। শুধু কি দিল্লি? না, হিন্দুস্থানের কোনো অজপাড়াগাঁ-ই এই লুণ্ঠনের আওতার বাইরে ছিল না। বোম্বাই, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, ইলাহাবাদ, আগ্রা, মিরাট, পানিপথ, গড়গাঁও, লুধিয়ানা, শিয়ালকোট, পেশোয়ার প্রভৃতি শহরে লুটপাট চালাতে সেনাবাহিনীর গুন্ডাদের ছুটি দেওয়া হয়। তা ছাড়া নিরপরাধ কৃষকশ্রেণি—বিপ্লবের সঙ্গে যাদের দূরতম সম্পর্কও ছিল না, তাদের ওপর এমনসব কর ও খাজনা আরোপ করা হয়, যার ফলে তারা দিন দিন দারিদ্র্যসীমার নিচে ধাবিত হয়। দেশি-বিদেশি পণ্যের মান পৃথকীকরণের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয়। হিন্দুস্থানের বিশ্বজয়ী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে ষড়যন্ত্র করে এমনভাবে ধ্বংস করা হয়, যার কারণে আজ এগুলোর অস্তিত্ব কোনো জাদুঘরেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

মোটকথা, একদিকে যেমন দেশকে সম্পূর্ণ দেউলিয়া করা হয়, তেমনি হত্যা, গুম, খুন আর সন্ত্রাসের মাধ্যমে পরিবেশকে বিভীষিকাময় করে তোলা হয়। সভ্যতার ওই ঠিকাদাররা সেদিন যা করে, তা দেখে মানবতা হতবাক হয়ে কনিষ্ঠা আঙুল কামড়ায়। সেদিন মানবাধিকারের ওই ঢোলবাদকরা হিংস্রতা ও বর্বরতার যে স্বাক্ষর রাখে; আকাশের মৌন অধিবাসী তারকারা বোধহয় তাদের সৃষ্টিকাল থেকে এমন বর্বরতা প্রত্যক্ষ করেনি!